

## এক নজরে হজের এক সপ্তাহ

তারিখ	ফরয	ওয়াজিব	সুন্নাত	মুস্তাহাব ও অন্যান্য
৭ জিলহজ্জ	গ) হজের ইহরাম বাঁধা	ঘ) নফল তাওয়াফ করে হজের সাঈ করে নেয়া যায়। উল্লেখ্য, তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে রমল করা সুন্নাত।	খ) ১. ইহরাম বাঁধার পূর্বে হাযামাত বানান। ২. স্ত্রী সাথে থাকলে প্রয়োজন সেরে নেওয়া।	ক) ১. চার পাঁচ দিনের জন্য জরুরী সামান নিয়ে হাত ব্যাগ প্রস্তুত করা। ২. বড় ব্যাগ বাসায় রেখে যাওয়া
৮ জিলহজ্জ	নেই	নেই	ক) ১. মিনা ময়দানে অবস্থান করা। ২. বেশি বেশি তালবিয়া পড়া।	খ) ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করা। ২. বেশি বেশি তিলাওয়াত ও যিকির করা।
৯ জিলহজ্জ	খ) আউয়াল ওয়াক্তে যুহর আদায় করে আরাফায় খিমার মধ্যে উকূফ করা।	ঘ) ১. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করে, মাগরিব না পড়ে তালবিয়া পড়তে পড়তে মুযদালিফায় রওনা হওয়া। ২. মুযদালিফায় পৌছে ইশার ওয়াক্ত হলে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়া। উল্লেখ্য, মুযদালিফায় রাত্রী যাপন করা এবং সেখান থেকে ৭০টি ছোট কংকর সংগ্রহ করা সুন্নাত।	ক) ১. সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় রওনা হওয়া। ২. যুহরের নামাজের পূর্বে গোসল করে নেয়া।	গ) ১. বেলা ডুবা পর্যন্ত দু'আ দূরুদ ও কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকা। ২. কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উকূফ করা।
১০ জিলহজ্জ	ঙ) ফরয তাওয়াফ করা। উল্লেখ্য, ৭ই জিলহজ্জ সাঈ না করে থাকলে এ তাওয়াফের পরে সাঈ করা।	খ) ১. আউয়াল ওয়াক্তে ফজর পড়ে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত উকূফ মুযদালিফা করা অর্থাৎ অবস্থান করা। ঘ) ১. দিনে শুধু বড় শয়তানকে ৭টি কংকর মেরে দ্রুত চলে আসা। ২. ১০,১১,১২ তারিখের মধ্যে নিজেরা কুরবানী করা, ব্যাংকরে মাধ্যমে না করা। ৩. মাথা মুভানো। উল্লেখ্য: এই কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে করা।	গ) ১. সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া। চ) ১. রাত্রে মিনায় অবস্থান করা।	ক) ১. সুবহে সাদেকের পরে গোসল করা। ২. বেশি-বেশি তালবিয়া, যিকির, দু'আ ও তিলাওয়াত করতে থাকা।
১১ জিলহজ্জ	খ) ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে করে নেওয়া	ক) ১. বাদ যুহর সূর্যাস্তের আগে আগে পর্যায়ক্রমে ছোট, মাঝারী ও বড় শয়তানকে সাতটি করে কংকর মারা।	গ) ১. রাত্রে মিনায় অবস্থান করা।	১. ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে ছোট শয়তানকে পাথর মারার পর সামনে অগ্রসর হয়ে কিবলা মুখী হয়ে তাসবীহ তাহলীল ও দু'আ করা। মাঝারী শয়তানকে পাথর মারার পর অনুরূপ ভাবে দু'আ করা। তবে বড় শয়তানকে পাথর মেরে সেখানে দাঁড়িয়ে দু'আ করবে না বরং দ্রুত সেখান থেকে চলে আসবে।
১২ জিলহজ্জ	খ) ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই তাওয়াফ করে নেওয়া জরুরী।	ক) ১. বাদ যুহর সূর্যাস্তের আগে আগে পর্যায়ক্রমে ছোট, মাঝারী ও বড় শয়তানকে সাতটি করে কংকর মারা।	গ) ১. রাত্রে মিনায় অবস্থান করা।	২. প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহ্ আকবার' পড়া।
১৩ জিলহজ্জ	নেই	ক) ১. বাদ যুহর পর্যায়ক্রমে ছোট, মাঝারী ও বড় শয়তানকে সাতটি করে কংকর মেরে মক্কায় ফিরে আসা। (উল্লেখ্য: ১৩ জিলহাজ্জ সুবহে সাদেকের পর যারা মিনায় থাকবে তাদের জন্য ১৩ জিলহাজ্জ শয়তানগুলোকে পাথর মারা ওয়াজীব) গ) ১. মক্কা শরীফ থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করা।	খ) ১. প্রত্যেক দিন কংকর মারার সময় ধারাবাহিকতা (অর্থাৎ ছোট, মাঝারী ও বড়) ঠিক রাখা।	

বি:দ্র: প্রতিদিনের আমলের মধ্যে ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ অনুযায়ী সিরিয়াল রক্ষা করতে হবে।